পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

– হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আহ্‌মদী

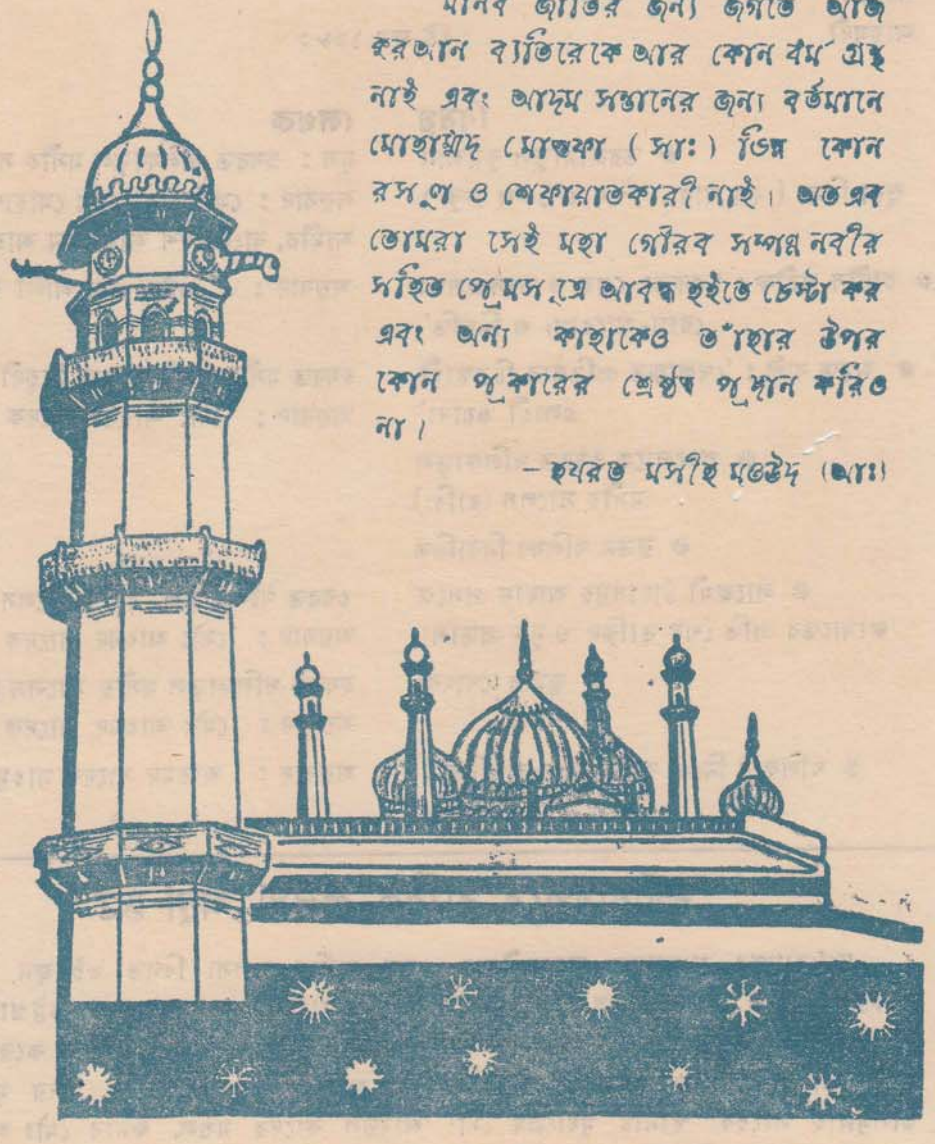

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা

৩১শে জৈষ্ঠ ১৩৮৯ বাংলা ॥ ১৫ই জুন ১৯৮২ ইং ॥ ২৪শে শাবান ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

১৫ই জুন ১৯৮২

৩৬শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা নিসা (৫ম পারা, ১৭শ ও ১৮শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'একতা, স্নেহ ও ভালবাসা ; রোগ-আরোগ্য ও নিয়তি'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : 'খেলাফত প্রতিষ্ঠার চিরস্থায়ী এলাহী ওয়াদা'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* পরলোকে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাহিঃ)		
* নূতন খলিফা নির্বাচিত		
* লাজেমী চাঁদাসমূহ আদায় প্রসঙ্গে জামাতের প্রতি শেষ তাকিদ ও দৃঢ় প্রত্যাশা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
* জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১০
* খলিফার নিকট বয়াত গ্রহণ অপরিহার্য	অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৫
* সম্পাদকীয়	ঐ	১৬

দুর্গারামপুরে বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত

দুর্গারামপুর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১০তম বার্ষিক জলসা বিগত ৬ই জুন ১৯৮২ইং পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে স্থানীয় জামাতের লোক সহ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী জামাত সমূহ হইতে আগত প্রায় তিনশত আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী যোগদান করেন। জলসায় দুইটি অধিবেশনে সদর মুরুব্বী মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, সদর মুয়াল্লেম মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব, স্থানীয় মুয়াল্লেম মৌঃ আবদুল কাদের মণ্ডল, জনাব মৌঃ আহমদ আলী সাহেব, জনাব শহীদুর রহমান সাহেব আবদুল হাদী সাহেব, ফজলে এলাহী সাহেব, মোঃ সাদেক সাহেব এবং আরও অনেকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়াবলীর উপর সারগর্ভ বক্তৃতা দান করেন। এতদ্ব্যতীত, লাজনা এমাউল্লাহ এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ারও পৃথক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামাতের ওহদেদার, খোদ্দাম ও আতফাল জলসার ব্যবস্থাপনা এবং মেহমান দের সেবা-যত্নের ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। জাযাহুমুল্লাহু তা'য়ালা।

(আহমদী রিপোর্ট)

হযরত মির্যা নাসের আহমদ

খলিফাতুল মসিহ সালেস (৩য়) [রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু]

জন্ম ঃ ১৬ই নভেম্বর ১৯০৯ মৃত্যু ঃ ৮ ও ৯ই জুন-এর মধ্যরাত্র, ১৯৮২

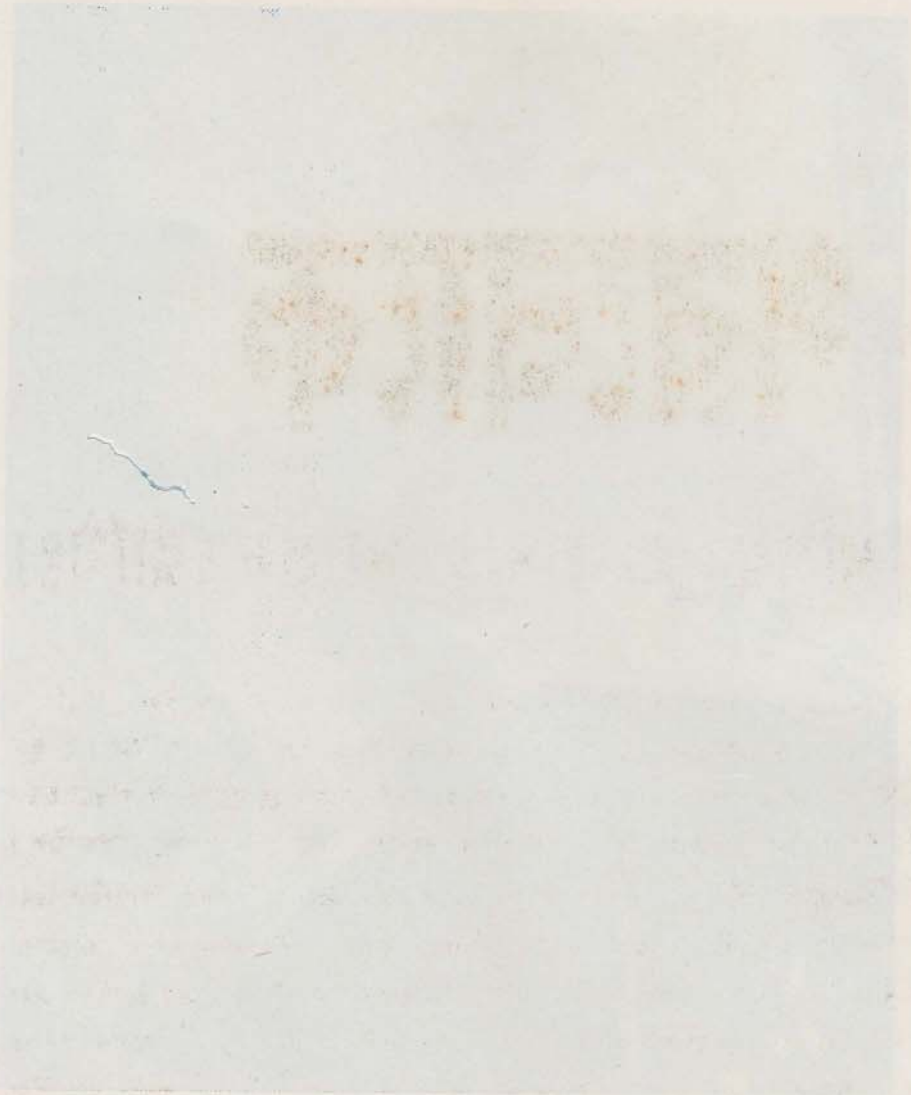

كل من عليها فان و يبقى وجه ربك
ذو الجلال والاكرام

পরলোকে

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাযিঃ)

আমাদের প্রিয় ইমাম, খলিফাতুল মসীহ সালেস হযরত মির্যা নাসের আহ্‌মদ (রাযিঃ) আর ইহজগতে নাই। আমাদিগকে শোক সাগরে ভাসাইয়া তিনি গত ১৫ই শা'বান/৮ই জুন (১৯৮২ইং) দিবাগত রাত্রি (পাকিস্তান সময় ১২-১৫ মিঃ) ইসলামাবাদে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন। মৃত্যুকালে হুজুরের বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল।

৩১শে মে সকাল ১০ ঘটিকায় হুজুরের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল এবং নাড়ির গতি অনিয়মিত হইয়াছিল. কিন্তু আল্লাহতায়ালার ফজলে শীঘ্রই অনেকটা আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরায় ৮ই জুন দিবাগত রাত্রি ১১টায় অবস্থার আকস্মিক অবনতি ঘটে এবং ঘন্টাকালের মধ্যেই হৃদযন্ত্র বন্ধ হইয়া হুজুর (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। ইসলামাবাদ হইতে ৯ই জুন সন্ধ্যায় হুজুরের পবিত্র জানাযা রাবওয়ায় আনা হয় এবং ৯ই জুন আল্লাহর মনোনীত নব নির্বাচিত ৪র্থ খলিফা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইদাহুল্লাহুতায়ালা বেনাসরেহিল আযিয) বাদ আসর জানাযার নামাজ পড়ান। অতঃপর হুজুর (রাঃ) বেহশতি মকবেরায় সমাহিত হন।

আমাদের সকাতর দোওয়া এই যে. আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে অতি উচ্চ স্থান দান করেন, এবং হুজুরের পরিবার-পরিজন, খান্দান হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ও জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে ধৈর্য্য ধারণের তওফিক দেন। (আমীন)

নব-নির্বাচিত খলিফা

হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ সাহেব অদ্য ১০ই জুন ১৯৮২ বাদ জোহর রাবওয়া মোকামে আহমদিয়া জামাতের নূতন খলিফা নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার এই নির্বাচন যাতে জামাতের তথা ইসলামের জন্য সর্বতোভাবে মোবারক হয় সেজন্য সকলেই খাসভাবে দোওয়া করিবেন। তাঁহার কামিয়াবী ও দীর্ঘায়ুর জন্যও দোয়া করিবেন। হজরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পৌত্র, দ্বিতীয় খলিফা হযরত মুসলেহ্ মওউদ মির্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)-র পুত্র এবং তৃতীয় খলিফার ছোট ভাই। এই প্রসঙ্গে ফ্র্যাঙ্কফোর্ট আহমদীয়া মুসলিম মিশন হইতে টেলেক্স যোগে প্রাপ্ত খবর নিম্নে দেওয়া হইল :

Jun 10 21:12
+
65715 bilq bj
gt
telex ffm +
65715 bilq bj

Members of Ahmadiyya Communities around the world are informed herewith that today on Thursday, 10th June 1982 after the Zuhar prayer, the meeting of the Electoral college instituted by Hazrat Khalifatul Masih II. the Musleh Maud, for the election of Khalifa, was held in Masjid Mubarak, Rabwah, under the chairmanship of Sahibzada Mirza Mubarak Ahmad Sahib. According to the regulations all the members in the meeting took oath of allegiance to the Khilafat-i-Ahmadiyya, after which Hazrat Mirza Tahir Ahmad Sahib—Sallamahullahu Rabbohu—was elected as Khalifatul Masih.

The members of the Electoral College first, made the pledge of baiat with him, ofter which other members of the Jamat were permitted to enter the mosque. The people, gathered in the mosque and around, whose number was between 20 to 25 thousend, made

(১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

بسم الله الرحمن الرحيم ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم ۔ وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায়ের ৩৬শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯ বাংলা : ১৫ই জুন ১৯৮২ইং : ১৫ই এহ্সান ১৩৬১ হিঃ শামসী

সুরা নিসা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ৭৭ আয়াত ও ২৪ রুকু আছে]

৫ম পারা **১৭শ রুকু**

১১৪। এবং যদি তোমার উপর আল্লাহর ফযল এবং রহমত না হইত তাহা হইলে তাহারা অর্থাৎ (শত্রুগণ তাহাদের মন্দ অভিপ্রায়ে সফলকাম হইত, কারণ) তাহাদের মধ্যে একজন একদল এমন ছিল যাহারা তোমাকে বিনষ্ট করার দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত অন্য কাহাকে বিনষ্ট করে না এবং তাহারা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না ; এবং আল্লাহ তোমার উপর কিতাব এবং হিকমত নাযেল করিয়াছেন এবং যাহা কিছু তুমি জানিতে না তাহা তিনি তোমাকে শিখাইয়াছেন এবং তোমার উপর আল্লাহর অশেষ ফযল রহিয়াছে।

১১৫। ঐ সকল লোক (এর পরামর্শ)-কে বাদ দিয়া যাহারা দান অথবা সৎকাজ করার অথবা জনগণের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়, তাহাদের অধিকাংশ পরামর্শের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এইরূপ (সৎপরামর্শ) করিবে, অতি শীঘ্রই আমরা তাহাকে মহা পুরস্কার দিব।

১১৬। এবং যে কেহ তাহার নিকট হেদায়াত পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হইবার পর এই রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যাইবে ; এবং মোমেনগণের পথের উপর ব্যতীত (অন্য পথে) চলিবে, আমরা তাহাকে সেই বিষয়ের পিছনে লাগাইয়া দিব যে বিষয়ের পিছনে সে লাগিয়াআছে এবং আমরা তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব, বস্তুতঃ উহা বড়ই মন্দ বাসস্থান।

১৮শ রুকু

১১৭। আল্লাহ ইহা কখনও ক্ষমা করিবেন না যে (কাহাকেও) তাঁহার সহিত শরীক করা হউক, এবং ইহা অপেক্ষা লঘুতর পাপ যাহার জন্য তিনি চাহিবেন ক্ষমা করিবেন

এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত (কোন কিছুকে) শরীক করে, সে (সরল পথ হইতে) বহু দূরে সরিয়াগিয়াছে।

১১৮। তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রানহীন বস্তু ব্যতীত কাহাকেও ডাকে না, বরং তাহারা বিদ্রোহী শয়তানকে ব্যতীত (অপর কাহাকেও) ডাকে না।

১১৯। আল্লাহ তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং সে বলিয়াছিল যে, আমি নিশ্চয়ই তোমার বান্দাগণের মধ্য হইতে এক নির্দিষ্ট অংশকে (ছিনাইয়া) লইব।

১২০। এবং আমি নিশ্চয় তাহাদিগকে পথ ভ্রষ্ট করিব এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে প্রলোভন দিব, এবং আমি নিশ্চয় তাহাদিগকে উত্তেজনা দিব, ফলে তাহারা নিশ্চয়ই পশুর কর্ণচ্ছেদ করিবে এবং নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে (আরও) উত্তেজনা দিব ফলে তাহারা অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্টির (মধ্যে) পরিবর্তন করিবে, এবং যেকেহ আল্লাহ ব্যতীত শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে, সে নিশ্চয় প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিপতিত হইবে।

১২১। সে (অর্থাৎ শয়তান) তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং তাহাদিগকে নানা প্রলোভন দেয়, বস্তুতঃ শয়তান তাহাদিগকে প্রকাশ্য ছলনা ব্যতিরেকে কোন (কিছুর) প্রতিশ্রুতি দেয় না।

১২২। এই সব লোকের ঠিকানা জাহান্নাম, এবং তাহারা উহা হইতে পলায়ন করিবার কোন পথ খুজিয়া পাইবে না।

১২৩। তবে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করিয়াছে, আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে জান্নাতে দাখিল করিব, যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, উহার মধ্যে তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে, ইহা আল্লাহর সাচ্চা ওয়াদা, এবং কথায় আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সত্যবাদী হইতে পারে ?

১২৪। ইহা তোমাদের ইচ্ছানুযায়ীও হইবে না এবং আহলে কেতাবদের ইচ্ছানুযায়ীও হইবে না ; (বরং) যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করিবে তাহাকে তদনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হইবে, এবং সে নিজের আল্লাহ ব্যতীত (কাহাকেও) বন্ধু এবং সাহায্যকারী পাইবে না।

১২৫। এবং যাহারা পুরুষ বা নারী মোমেন অবস্থা নেক কাজ করিবে তাহারাই জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের উপর খর্জুর বীজের ছিদ্র পরিমান ও যুলুম করা হইবে না।

১২৬। এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কাহার দীন অধিকতর উৎকৃষ্ট হইতে পারে যে, আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পন করে এবং সে কল্যাণকারী এবং সত্যনিষ্ঠ ইব্রাহীমের দীনের সনুসরণ করে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ ইব্রাহীমকে (নিজের) বিশেষ বন্ধু করিয়াছিলেন।

১২৭। এবং যাহা কিছু আসমানও যমীনে আছে সকলই আল্লাহর বস্তুতঃ আল্লাহ সকল পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

['তফসীরে সগীর হইতে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ]

হাদিস শরীফ

একতা, স্নেহ ও ভালবাসা :

১। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বর্ণনা করিতেছেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, 'আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিন বলিবেন : কোথায় তাহারা যাহারা আমার গৌরব ও মহিমার জন্য পরস্পর পেয়ার-মহব্বত পোষণ করিত ? আজ যখন আমার ছায়া ছাড়া কোন ছায়া নাই। আমি তাহাদিগকে আমার দয়া রহমতের ছায়া তলে তাহাদিগকে স্থান দিব।" ['মুসলিম, কিতাবুল বির্রে ওয়াস সালাহ, ২-২ ১০৮ পৃঃ]

২। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করিতেছেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহতায়ালা তোমাদের তিনটি বিষয় ভালবাসেন। এক, তিনি পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁহার ইবাদত কর। তাঁহার সহিত কোন কিছু বা কাহাকেও শরীক না কর। তুই সকলেই তাঁহার রজ্জুকে দৃঢ়রূপে ধর। ঐক্য ও একতার সহিত বাস কর এবং বিভেদ সৃষ্টি না কর, দলাদলি না কর। তিন তিনি পছন্দ করেন না বাদ প্রতিবাদ কলহ ও বাড়াবাড়ি, অধিক প্রশ্ন এবং নষ্ট করাকে।

('মুসলিম, কিতাবুল আকযিবাহ বাবুন নাহা আন কাসবাতিল মাসায়েল মিন গাইরে হাজানেহ, ১-২:১০০ পৃঃ)

রোগ-আরোগ্য ও নিষ্কৃতি :

১। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহুমা বলেন যে একবার হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সিরিয়া যাত্রা করেন। যখন তিনি 'সরগ' নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন সৈন্য প্রধান হযরত আবু উবায়দাহ এবং তাঁহার অন্য সাথীগণ তাঁহার অভ্যর্থনার্থে উপস্থিত হইলেন এবং জানাইলেন যে, সিরিয়া দেশে মহামারি দেখা দিয়াছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলিলেন : বুজুর্গ, প্রবীণ মুহাজের সাহাবাগণকে ডাকিয়া আন'। আমি তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। হযরত উমর (রাঃ) তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। বলিলেন যে সিরিয়ায় মহামারি উপস্থিত। এখন কি করা উচিৎ। তিনি সেখানে যাইবেন, না, এখান হইতেই ফিরিয়া যাইবেন ? সাহাবাগণের (রাঃ) মধ্যে মতানৈক্য হইল, কেহ কেহ বলিলেন : 'আপনি এক উদ্দেশ্য নিয়া মদিনা হইতে আসিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য পূরা না করিয়া আপনার চলিয়া যাওয়া ঠিক নয়। কেহ কেহ বলিলেন : আপনার সাথে বাছা বাছা ব্যক্তিগণ আছেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিশেষ প্রিয় এবং নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ মহামারির এলাকায় তাহাদিগকে লইয়া আপনার যাওয়া সমীচীন নয়। কোন বিপদ ঘটিতে পারে। মুহাজেরগণের পরামর্শ

গ্রহণের পর হযরত উমর (রাঃ) ফরমাইলেন : 'আনসারগণকে ডাকিয়া আন'। আমি আনসার-ডাকিয়া আনিলাম। তাঁহারাও মুহাজেরগণের ন্যায় মত-ভেদ প্রকাশ করিলেন। আনসারগণের সঙ্গে পরামর্শের পর হযরত উমর (রাঃ) আমাকে ফরমাইলেন : কুরাইশ সর্দারগণের মধ্যে যাহারা এখানে আছেন, তাঁহাদেরকে আন।' যখন তাঁহারা আসিলেন এবং তাহাদের সম্মুখে অবস্থা বর্ণিত হইল, তখন তাঁহারা একবাক্যে অভিমত পেশ করিলেন : ইহাই সমীচীন যে, আপনি আপনার সাথীগণকে লইয়া ফিরিয়া যান এবং মহামারী এলাকায় প্রবেশ না করেন। হযরত উমর (রাঃ) ঘোষণা করিলেন যে, পর দিন সকালে তিনি প্রস্থান করিবেন। সব সাহাবা ভোরের সময় উপস্থিত হইলেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁহাদিগকে ফরমাইলেন : আপনারাও আমার সঙ্গে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হন। হযরত আবু উবায়দাহ (রাঃ) তখন বলিলেন : "আপনি আল্লাহতায়ালার 'তকদীর' (নিয়তি) হইতে পলায়ন করিতেছেন? হযরত উমর (রাঃ) ফরমাইলেন : "আবু উবায়দাহ অন্য কেহ একথা বলিত! আপনার মুখে ইহা শুনিব আশা করি নাই। প্রস্তুতপক্ষে হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)-র মতভেদ পছন্দ করিতেন না এবং তাঁহার অভিমতকে বড়ই গুরুত্ব দিতেন। যাহা হউক, হযরত উমর (রাঃ) ফরমাইলেন : আমরা আল্লাহতায়ালার তকদীর হইতে পালাইয়া আল্লাহতায়ালার তকদীরের দিকেই যাইতেছি। ধরুন, আপনাদের উট এমন কোন উপত্যকায় পৌছিল, যাহার দুই ঘাটি। একটি 'সবুজ' ঘাসপাতায় গাছগাছড়ায় পূর্ণ। অন্যটি শুষ্ক। উহাতে পানি বা ঘাস ও লতাপাতা কিছুই নাই। আপনারা আল্লাহতায়ালার 'তকদীর' (নিয়তি) অনুযায়ী আপনাদের উট সবুজ উপত্যকাংশে চরাইবেন, না, ঘাস-পানি শূন্য অংশে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইতিমধ্যে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ)-ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কোনো কাজে গিয়াছিলেন, পরামর্শের সময় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি এই সব কথা-বার্তা শুনিয়া বলিলেন : এ সম্বন্ধে আমার সঠিক পন্থার জ্ঞান আছে। আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট শুনিয়াছি। তিনি ফরমাইতেন : 'যখন তোমরা জানিতে পার যে, কোন এলাকায় মহামারি আছে তখন সেখানে যাইবে না এবং যদি ঐ এলাকায় মহামারি উপস্থিত হয়, যেখানে তোমরা থাক, তবে সেখান হইতে পালাইয়া অন্য কোন স্থানে যাইবে না।" হযরত উমর (রাঃ) এই কথা শুনিয়া এই বলিয়া খোদাতায়ালার শোকর আদায় করিলেন যে, তিনি তাঁহার অপার অনুগ্রহে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তৌফিক দিয়াছেন। বস্তুতঃ এই পরামর্শ ও মীমাংসার পর তিনি মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। (মুসলিম : কিতাবুস সালাম, ২-২:২৭ পৃঃ)

(ক্রমশঃ)

{ হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত }

অনুবাদ—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

জামাত আহমদীয়ায় নিরবচ্ছিন্ন ধারায় খেলাফত প্রতিষ্ঠার চিরস্থায়ী এলাহী ওয়াদা :

"আমার মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি তাহাতে তোমরা চিন্তাকুল হইওনা ; তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয় কারণ তোমাদের পক্ষে 'দ্বিতীয় কুদরত' (খেলাফৎ) দেখাও প্রয়োজন, এবং উহার আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। কারণ উহা স্থায়ী।

'সালেহীন' সম্বলিত প্রত্যেক জামাত, প্রত্যেক দেশে সমবেতভাবে প্রার্থনা করিতে থাকিবে, যেন দ্বিতীয় কুদরত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়।

"বস্তুতঃ খোদাতায়ালা দুই প্রকার 'কুদরত' বা শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করেন :—(১) প্রথমতঃ, নবীগণের যোগে তাঁহার শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন। (২) তারপর অপর হস্ত এমন সময় প্রদর্শন করেন, যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করিয়া মনে করিতে থাকে যে, এই (নবীর) কার্য বার্থ হইয়া গিয়াছে। তখন তাহাদের এই প্রত্যয় হয় যে, এখন এই জামাত ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে, এবং এমন কি, জামাতের লোকগণও চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং তাহাদের কটিদেশ ভঙ্গিয়া পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা 'মুরতাদ' হইয়া যায়। তখন খোদাতায়ালা পুনরায় তাঁহার মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন করে তাহারা খোদাতায়ালার এই 'মোজেযা' প্রত্যক্ষ করে যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর সময় হইয়াছিল। তখন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হইয়াছিল এবং বহু মরু-নিবাসী অজ্ঞলোক মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং সাহাবাগণও শোকাভীভূত হইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন খোদাতায়ালা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-কে দণ্ডায়মান করিয়া পুনর্বার তাঁহার শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং ইসলামকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন, এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন যাহা তিনি বলিয়াছিলেন :

و ليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا -

অর্থাৎ "ভয়ের পর আমি তাহাদিগকে আবার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিব।" হযরত মুসা (আঃ)-এর সময়ও এমনি হইয়াছিল। হযরত মুসা (আঃ) পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বনি-

ইস্রাইলদিগকে গন্তব্য স্থানে উপনীত করিবার পূর্বেই মিশর হইতে কেনানের পথে মৃত্যু লাভ করিলে, বনি-ইস্রাইলগণের মধ্যে তাঁহার মৃত্যুতে শোক ও আর্তনাদ উপস্থিত হইয়াছিল। 'তৌরাতে' যেরূপ উল্লেখ আছে যে, বনি-ইস্রাইলগণ এই অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া, হযরত মুসা (আঃ)-এর আকস্মিক বিচ্ছেদের ফলে চল্লিশ দিবস পর্যন্ত রোদন করিতেছিল ; সেইরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময়ও ঘটিয়াছিল এবং ক্রুশের ঘটনা কালে তাঁহার সকল শিষ্য বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে একজন ধর্মচ্যুতও হইয়াছিল।

সুতরাং হে বন্ধুগণ, যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহতায়ালার এই বিধান রহিয়াছে যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন, যেন বিরুদ্ধবাদিগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থ করিয়া দেখান, এমতাবস্থায় এখন সম্ভবপর হইতে পারে না যে, খোদাতায়ালা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করিবেন। এজন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি, তাহাতে তোমরা চিন্তাকুল হইও না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ, তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন, এবং ইহার আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয়। কারণ, উহা স্থায়ী। উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসিতে পারে না, কিন্তু আমি যাওয়ার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করিবেন। তাহা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবে।".....

"অতএব, তোমরা খোদার অপর কুদরতের অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করিতে থাক। 'সালেহীন' সম্বলিত প্রত্যেক জামাত, প্রত্যেক দেশে সমবেতভাবে প্রার্থনা করিতে থাকিবে, যেন দ্বিতীয় কুদরত স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, এবং তোমাদিগকে দেখান হয় যে, তোমাদের খোদা অতি শক্তিমান খোদা। প্রত্যেকেই স্বীয় মৃত্যুকে সন্নিকট মনে করিও ; তোমরা জান না যে, সেই মুহূর্ত কখন উপস্থিত হইবে।".....

"সেই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা কর। তোমরা স্মরণ রাখিবে, যে, প্রত্যেকের পরিচয় তাহার সময় উপস্থিত হইলে পাওয়া যায়। তৎপূর্বে, সে একজন সাধারণ ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া বা কোন কোন ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ তাহাকে দোষযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করা সম্ভবপর। যেমন, এক সময়ে যিনি একজন কামেল পুরুষ হইবেন, নির্দিষ্ট কাল পূর্বে তিনিও মাতৃগর্ভে 'নুৎফা' কিম্বা ঘণীভূত রক্ত-স্বরূপ অবস্থান করেন।".....

"খোদাতায়ালা চাহিতেছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে, তাঁহারা ইউরোপেই বাস করুন বা এশিয়াতেই বাস করুন, তৌহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন, এবং তাঁহার ভক্তদাসগণকে এক ধর্মে আনায়ন করেন। ইহাই খোদাতায়ালার অভিপ্রেত। ইহারই জন্য আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। সুতরাং তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর, কিন্তু বিনম্র ব্যবহার, নৈতিকতা ও দোওয়ার সহযোগে। যে পর্যন্ত কেহ রুহুল-কুদ্‌স বা পবিত্রাত্মা প্রাপ্ত হইয়া দণ্ডায়মান না হন, সকলেই আমার পর সম্মিলিতভাবে কাজ করিতে থাকিবে।"

(আল-ওসিয়ত, ৬-১০)

সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ

প্রিয় ইমাম সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ
সালেস (রাঃ) কর্তৃক
লাজেমী চাঁদা সমূহ আদায় প্রসঙ্গে
জামাতের প্রতি শেষ তাকিদ ও দৃঢ় প্রত্যাশা

আমাদের লাজেমী চাঁদা সংক্রান্ত আর্থিক বৎসর শেষ হইতে কম-বেশী মাত্র একমাস দশদিন বাকি আছে।

জামাতের কদম প্রতিবৎসরই অগ্রসরমান হয় এবং তাঁহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আর্থিক কুরবানী পেশ করিয়া থাকেন।

আমার কর্তব্য স্বরূপ স্মরণ করাইতেছি এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত প্রত্যাশা করিতেছি যে ইনশাআল্লাহ্ এ বৎসরও তাহাদের কদম সম্মুখেই বাড়িবে।

নাশোকরী করা উচিত নয় এবং গালাবা-ই-ইসলাম অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে উহার চাহিদা অনুযায়ী যাহা করণীয় তাহা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের করিয়া দেখান উচিত।

২১শে মে, ১৯৮২ ইং মসজিদে-আকসা-রাবওয়ায় জুমার নামাজ আদায় করিতে গিয়া হুজুর খোৎবা প্রদান করেন। উহাতে হুজুর (রাঃ) জামাতের লাজেমী চাঁদা সংক্রান্ত আর্থিক বৎসর কমবেশী একমাস দশদিন পর শেষ হইতে চলিয়াছে—ইহার দিকে ইঙ্গিত করিয়া জামাতে আহ্মদীয়া কর্তৃক বারবার এবং ক্রমাগত ধারায় প্রদর্শিত তাহাদের সুপরিচিত অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে আল্লাহ্তায়ালার ফজলে প্রতিবৎসরই প্রত্যেক ময়দানে তাহাদের কদম আগে বাড়ে এবং তাহারা মালী কোরবানীর ময়দানেও পূর্বাপেক্ষা অধিক আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়া থাকেন। হুজুর বলেন, আমার প্রতি ইয়াদদেহানী বা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার হুকুম রহিয়াছে। সুতরাং আমার কর্তব্যস্বরূপ, এই দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত আমি স্মরণ করাইতেছি যে, এ বৎসরও ইনশাআল্লাহ্, এই (লাজেমী চাঁদা আদায়ের) ময়দানে জামাতের কদম আগে বাড়িবে। হুজুর (রাঃ) ইহাও উল্লেখ করেন যে, খোদাতায়ালার কৃপা ও ফজলের বারিধারা বর্ষিত হইয়া চলিয়াছে, উহা ক্ষান্ত হওয়ার নামই নেয় না। হুজুর একথার উপর বিশেষ জোর দেন যে, আমাদের নাশোকরী করা উচিত নয়, এবং গালাবা-ই-ইসলাম অভিযান আমাদের নিকট যে দাবী জানায় তদনুযায়ী আমাদের সবকিছুই কার্যকর করিয়া দেখানো উচিত। হুজুরের উক্ত খোৎবার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন, আমাদের (লাজেমী চাঁদা সংক্রান্ত) চলতি মালী সাল কম-বেশী এক মাস দশ দিন পর শেষ হইতে চলিয়াছে।

জামাত আহ্‌মদীয়ার ইতিহাস ইহার স্বাক্ষর বহণ করে যে প্রতি বৎসরই আল্লাহ্‌তায়লার ফজলে জামাতের কদম সকল দিক দিয়াই অগ্রসরমান এবং মালী কুরবানীর ময়দানেও জামাত প্রতিবৎসর পূর্বাপেক্ষা উত্তম নমুনা পেশ করিয়া থাকে।

এই পর্যায়ে হুজুর মানবজীবনের একটা বিশেষ দিক উল্লেখ করিয়া বলেন, আমরা দেখিতে পাই যে, মানবজীবনে বিপদাপদ ও বিপর্যয় অব্যাহত ধারায় সংঘটিত হইতে থাকে। এই সকল বিপদাপদ প্রতিবৎসরই কাহাকেও না কাহাকেও ঘিরিয়া ফেলে। যেমন, ব্যবসায়ী কোন কোন সময় ব্যবসায়-বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথবা যেমন কৃষক আছে—তাহার ফসল ভাল হয় না, কিম্বা উহা মার যায়। অথবা যেমন চাকুরীজীবিরা আছেন—তাহাদের কাহাকেও বা কয়েকজনকে প্রয়োজনবশতঃ অর্ধেক বেতনহারে দীর্ঘকাল ছুটি নিতে হয়, ইহার ফলে তাহাদের বেতন কমিয়া যায়। কিন্তু এই সব হইল ব্যক্তিবিশেষ সম্পর্কীয় দৃষ্টান্ত। এবং এই প্রকারের বিপর্যয় অথবা আকস্মিকভাবে ঘটমান অসাধারণ দুর্ঘটনা বা বিপদাবলী সত্ত্বেও খোদাতায়ালার ফজলে আর্থিক কোরবানীর ময়দানে জামাত হিসাবে আমরা প্রতিবৎসর ক্রমাগত অগ্রসরমান হিসবেই প্রতীয়মান হই। কোন কোন বৎসর কতক বিপদ এরূপ ঘটিয়া থাকে সেগুলি ব্যাপকতর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যেমন, এবৎসর গমের তৈরী ফসলের সময়ে সাধারণ অবস্থার চাইতে কিছুটা বেশী বৃষ্টিপাত হয়, শীলাবৃষ্টিও হয় এবং তুফানও চলে। আর সেইসব কারণে অনেকের ক্ষতি সাধিত হয়। আমার জানা ও দেখা মতে সকল আহ্‌মদীর ক্ষতি হয় নাই। এরূপ ব্যক্তিবিশেষ ধরণের ক্ষতি তো সচরাচর হইয়াই থাকে। আমার অভিমত এই যে জামাত আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে নিজদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুসম্পন্ন করিবে এবং তাহাদের কদম পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় অগ্রসরমান হইবে। এই প্রসঙ্গে হুজুর তাঁহার একটি কর্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, আমার প্রতি আদেশ এই যে আমি যেন স্মরণ করাইয়া দেই। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :— فذكر ("সুতরাং তুমি স্মরণ করাও।")

জামাতের সদস্যবৃন্দ খোদাতায়ালার ফজলে ঈমানের মোকামে দণ্ডায়মান। সেইজন্য—

فان الذكرى تنفع المؤمنين

("স্মরণ করান মোমেনগণকে উপকৃত করিবে।")—আয়াত অনুযায়ী আমার স্মরণ করানোর ফলে তাহাদের উপকার হইবে। যদি কোথায়ও দৈর্বল্য বা শৈথিল্য থাকে, তাহা দূর হইয়া যাইবে। যদিও কোথায় ফসল ভাল না হইয়া থাকে, তবুও সমষ্টিগতভাবে জামাত নিজেদের দায়িত্ব পুরাপুরি পালন করিয়া দেখাইবে। কেননা এই প্রকারের বিপদ বা ঘটনাবলী অপরাপরের জন্য তা ওজুহাত বা ওজরের কারণ হইতে পারে কিন্তু জামাতের অন্তর্ভুক্ত থাকায় কাহারও ওজরের কারণ হইতে পারে না এবং ইনশাআল্লাহ্‌ হইবেও না।

হুজুর বলেন, এই ইয়াদদেহানী আমি আমার কর্তব্যের প্রেক্ষিতেই করাইতেছি। কাহারও প্রতি কুধারণা পোষণ করিতেছি না। আমি এই একীনের সহিত ইয়াদদেহানী করাইতেছি যে,

ইনশাআল্লাহ্ জামাতের কদম সম্মুখেই বাড়িবে।

খোদাতায়ালা এবং তাঁহার দ্বীনের পথে মালী কোরবানীর গুরুত্বের উপর আলোকপাত করিয়া হুজুর বলেন যে, কুরআন মজীদে আল্লাহতায়ালা আর্থিক কোরবানীর কল্যাণ ও বরাকাতের উপর আলোকপাত করিয়া মুমেনদিগকে নিজেদের অর্থ ও সম্পদ খোদার পথে ব্যয় করার দিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। হুজুর কুরআন মজীদের উক্ত শ্রেণীর বহু আয়াতের মধ্যে সূরা বাকারাহ্‌র নিম্নরূপ আয়াতটির অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানতত্ব মূলক ব্যাখ্যা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন :

من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا ـ
و الله يقبض و يبسط و اليه ترجعون ٥ (البقرة : ٢٤٦)

অর্থ—"এমন কেহ আছে কি যে আল্লাহ্‌কে তাহার মালের উত্তম অংশ কর্তন করিয়া দান করে ? যাহাতে তিনি উহাকে তাহার জন্য পরিবর্ধিত করেন এবং আল্লাহ্‌র (এই চিরন্তন নিয়মও বটে যে তিনি) বান্দার মাল গ্রহণ করেন এবং (উহাকে) বাড়ান। এবং পরিশেষে তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।" (বাকারা : ২৪৬)

হুজুর (রাঃ) উক্ত আয়েতের বিশদ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতে গিয়া সংক্ষেপে মালী কুরবানী এবং উহার অসাধারণ কল্যাণ ও আজিমু-শান বারাকাত সম্পর্কে ছয়টি বোনিয়াদী বিষয় অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। এই ধারায় অতি প্রাঞ্জলভাবে এ সত্যটি তুলিয়া ধরেন যে আল্লাহ্‌তায়ালা জামাতের মধ্যে মালী কুরবানীকারীদিগকে কিরূপ স্বীয় ফজল ও কৃপায় ভূষিত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে তাঁহার অসাধারণ পুরস্কারে পুরস্কৃত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে হুজুর জামাতের উপর বর্ষণমূখর আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও রহমতের বারিধারার কথাও উল্লেখ করেন এবং ইহার দ্বারা জগতে পরিদৃশ্যমান বিপ্লবাত্তক পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিতদান করিয়া বলেন যে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল এতই প্রবল ও প্রচুর এবং নিরবচ্ছিন্ন ধারায় নাজেল হইয়া চলিয়াছে যে, তাঁহার ফজল ও অনুগ্রহের বারিপাত ক্ষান্ত হওয়ার নামই নেয় না। এই সকল ফজলের নাশোকরী করা আমাদের উচিত নয়, বরং গালাবা-ই-ইসলাম অভিযানের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় প্রতিটি কোরবানীই আমাদের পেশ করিয়া দেওয়া উচিত। আল্লাহ্‌তায়লা আমাদিগকে ইহার তওফিক ও সামর্থ্য দান করুন। আমীন।

(আল-ফজল ২৩শে মে, ১৯৮২ ইং)

অনুবাদ : **মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ,** সদর মুরুব্বী

"দোওয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা বিরাট শক্তি রাখিয়াছেন। খোদাতায়ালা আমাকে বারংবার ইলহাম যোগে ইহাই জানাইয়াছেন যে যাহা কিছু হইবার তাহা দোওয়ার দ্বারাই সাধিত হইবে। আমাদের অস্ত্র তো কেবল দোওয়াই। এবং ইহা ব্যতীত অন্য কোন (পার্থিব) অস্ত্র আমার নিকট নাই। যাহা কিছু আমরা গোপনে ও নীরবে খোদাতায়ালার নিকট মাগিয়া থাকি তিনি তাহা বাস্তবে প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া দেন।"

—**হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)**

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

[৭ই মে ১৯৮২ইং মসজিদে-আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত]

হযরত নবী করীম (সাঃ)এর আবির্ভাব হইয়াছিল মানবজীবনে তহ্যিব তথা সুসংস্কৃতি ও শিষ্টাচার এবং সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটাইবার উদ্দেশ্যে।

উক্তম আখলাক বা চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ নির্ভর করে ইহার উপর যে, একজন মুমেন আহমদীর জীবনের কোন মুহূর্তও যেন বৃথা নষ্ট না যায়।

জামাতের সমগ্র সদস্যবৃন্দের জীবন কুরআনী হেদায়েত ও নির্দেশানুসারে প্রকৃত অর্থে ভরপুর কর্মময় জীবন হওয়া উচিত।

রাবওয়া, ৭ই হিজরত / মে—আজ এখানে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) অসুস্থতা সত্বেও মসজিদে আকসায় আগমন পূর্বক জুমার নামায পড়ান। নামাযের পূর্বে খোৎবা এরশাদ করিয়া হুজুর এবিষয়ের উপর আলোকপাত করেন যে, অসার কথা-বার্ত্তা এবং অনাবশ্যক ও সর্বৈবঃ বৃথা কাজ-কর্ম হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকাই মুমেনের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে। ইহারই ফলশ্রুতিতে তাহারা কুরআনী আদেশ ও নিষেধাবলী মানিয়া চলার এবং 'মকারেমে-আখলাক' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলীর উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার তওফিক লাভ করেন। হুজুর এবিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যে, জামাতের সকল সদস্যবৃন্দের জীবন কুরআনী হেদায়েত ও নির্দেশানুযায়ী সঠিক ও প্রকৃত অর্থে ভরপুর কর্মময় জীবন হওয়া উচিত। প্রত্যেক আহমদীর তীক্ষ্ণ চেতনাবোধ জাগরুক থাকা উচিত যে তাহার জীবনের কোন মূহুর্তও যেন বৃথা না যায়।

হুজুর জামাতকে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞাপন করেন যে, বিগত সপ্তাহ অসুস্থতায় কাটিয়াছে—কঠিন আমাশায়ের আক্রমণ হয়, উহার কারণে দুর্বলতা হইয়া যায়। সুতরাং হুজুর সংক্ষেপে খোৎবা এরশাদ করেন এবং তাঁহার আরোগ্যের জন্য দোওয়ার আহ্বান জানান।

হুজুর (আইঃ)-এর উক্ত খোৎবার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

তাশাহুদ, তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (রাঃ) বলেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব হইয়াছিল উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গীণ চারিত্রিক গুণাবলীর পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ মানবজীবনে তাহ্যিব তথা শিষ্টাচার ও সুসংস্কৃতি এবং সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটানোই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং সেই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্তায়ালা কুরআন করীমে যে সকল আহকাম দিয়াছেন সেগুলি দুই শ্রেণীর। এক, করণীয় ;

দুই, অকরণীয়। তারপর আমাদিগকে ঐ যাবতীয় আখলাক সম্পর্কীয় শিক্ষা দান করা হইয়াছে, যাহা আমাদের সভাবজ শক্তি ও ক্ষমতাগুলির পূর্ণ বিকাশের জন্য জরুরী ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর আহ্‌কামের সম্পর্ক হইল و هم عن اللغو معرضون —('তাহারা অনাবশ্যক ও বৃথা কথা ও কাজ হইতে বিরত থাকে')-আয়াতের সহিত। অর্থাৎ এমন কোন কথা বলিবে না এবং এরূপ কোন কাজ করিবে না, যাহা لغو —অনাবশ্যক ও বৃথা।

খোদাতায়ালা এই ক্ষুদ্র বাক্যটিতে আমাদিগকে ঐ সকল আখলাকের বোনিয়াদি কথাটি জানাইয়া দিয়াছেন, যেগুলি অকরণীয় বিষয়াবলীর সহিত সম্পৃক্ত, অর্থাৎ প্রতিটি এরূপ কথা ও কাজ যাহা আমাদের জীবনে কোন আনন্দদায়ক ও কল্যাণ জনক ফলোদয়ের কারণ হইতে পারেন না, উহাই হইল 'লগভ' (لغو)। হুজুর বলেন, আল্লাহতায়ালা মানুষকে কিছু কাজ করিয়া দেখাইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য উত্তম আখলাক বা উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলীর ভিত্তি নির্ভর করে ইহার উপর যে, একজন মুমেন আহমদীর সময় যেন বৃথা না যায়। এই প্রসঙ্গে হুজুর বলেন যে, এই জামানায় হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহান অস্তিত্বের উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া আসিয়াছেন সৈয়াদনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ), এবং তাঁহাকে আল্লাহতায়ালা এলহামযোগে বলিয়াছেন :

انت الشيخ المسيح الذى لا يضاع وقته

—"তুমি সেই বুজুর্গ মসীহ, যাঁহার সময় বিনষ্ট বা বৃথা যাইতে দেওয়া হইবে না।"

এখন উক্ত এলহামে 'তুমি' শব্দের মধ্যে তাঁহার জামাতভুক্ত সকলই শামিল, এবং এই হিসাবে এলহামটির দুইটি অর্থ দাঁড়ায়। আল্লাহতায়ালা ইহাতে বলিয়াছেন যে, (১) তোমার মান্যকারীগণ উত্তম আখলাকের অধিকারী হইবে, (২) তাহারা আমার সমীপে যে সকল আমল পেশ করিবে সেগুলি ফলপ্রসু হইবে, ব্যর্থ হইবে না।

হুজুর বলেন, ইহার মোকাবিলায় অসুন্দর ও কদর্য কথা ও কাজ বিনষ্ট নিষ্ফল ও বিলুপ্ত হয়, উহাদের কোন সুফল উদয় হয় না। যেমন, ঘৃণা কখনও ইতিহাসে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করিতে পারে নাই। সর্বদা প্রেম ও ভালবাসাই বিজয় লাভ করিয়াছে। তেমনিভাবে ছিদ্রান্বেষণের ভিত্তিও অসার। ইহাতে সময়ের সবৈবঃ অপচয়, এবং ইহার পরিণতিতে অশান্তি, বিশৃঙ্খলতা ও জটিলতারই উদ্ভব ঘটিয়া থাকে। অপরের দোষ খোঁজাও প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসকে ডাকিয়া আনে, এবং ইহা হইতে বিরত থাকার উপর এতই জোর দেওয়া হইয়াছে যে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :

لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا .

অর্থাৎ—"পথ চলা কালে যদি কেহ তোমাদিগকে সালাম বলে—সে মুমেন কি না—সেই অনুসন্ধানে তোমরা পড়িবে না "

অন্যের দোষ-ত্রুটির শাস্তিদানের যেহেতু মানুষের না আছে অধিকার, না আছে ক্ষমতা,

সেইহেতু ইহা বৃথা ও নিষ্ফল। আর যেহেতু ইহা বৃথা ও নিষ্ফল সেইজন্য ইহাকে لغو বা অহেতুক বলিয়া আখ্যা দিয়া আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন যে, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করিবে না। অন্যের দোষ খুঁজিয়া বেড়াইবে না। নিজের সম্বন্ধে চিন্তা কর এবং নিজের হিসাব-নিকাশ কর, আত্ম-পরীক্ষা করিতে থাক। আল্লাহ্‌তায়ালার সাচ্চা আশেক (প্রকৃত প্রেমিক) তো সর্বক্ষণই আত্ম-পর্যালোচনা করিতে থাকে এবং যদি কোন সামান্য ভুল-ত্রুটিও ঘটিয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তৌবা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নেয়।

পরিশেষে হুজুর জামাতকে উপদেশ করিয়া বলেন যে, তাহারা যেন নিজেদের জীবনকে কুরআনী হেদায়েত ও নির্দেশাবলী অনুযায়ী সঠিক ও প্রকৃত অর্থে সারগর্ভ কর্মময় জীবনে পরিণত করেন, সদা কর্মব্যস্ত জীবন যাপন করেন। এবং প্রত্যেক আহমদীর মধ্যে এই চেতনা-বোধ জাগরুক থাকা উচিত যে তাহার জীবনের কোন মূহুর্তও যেন বৃথা নষ্ট না হয়।

নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করিয়া হুজুর (রাঃ) বলেন:

"বিগত সপ্তাহ আমার অসুখেই কাটিয়াছে। ভীষণ আমাশয় এবং দাস্ত হইয়াছিল। ফলে দুর্বলতার সৃষ্ট হইয়াছে। গতকাল প্রায় আরোগ্য লাভ হইয়াছে! তবে এখনও আঁতে হাল্কা জ্বলনী রহিয়াছে এবং দুর্বলতা আছে, সেইজন্য আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই অতি সংক্ষেপে খোৎবা প্রদান করিতেছি। এমনিও যখন আমি ইহার এরাদা করি তখন আমার খেয়াল হইয়াছিল যে আমি নিজে যখন গরমে জুমার খোৎবা দিতে পারি না তখন আমি নির্দেশ দিয়া থাকি যে দশ পনর মিনিটের উর্ধে যেন খোৎবা না হয়; যাহাতে মানুষের কষ্ট না হয়। সুতরাং যতটুকু সম্ভব তাহা আমারও পালন করা উচিত। 'যতটুকু সম্ভব'—কথাটা আমি এজন্য বলিলাম যে খলিফা-এ-ওয়াক্তের সামনে কোন কোন এমন বিষয় উপস্থিত হয় যাহার পরি-প্রেক্ষিতে গরমের দিনে জামাতের অথবা তাহার নিজের গরমের কষ্ট হইলেও উহা সহ্য করিয়া সেই কথাগুলি বলা এবং শোনানো জরুরী হইয়া পড়ে। কিন্তু আজ তো দুর্বলতা ও অসুস্থতা বশতঃ (এবং গরম স্বয়ং আমার রোগ, সেইজন্য ইহার কারণে) আমি আরও অসুস্থ হইয়া কাজের ক্ষতির কারণ ঘটাইতে চাই না। দোওয়া করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন ফজল করেন এবং অসুস্থতার যে অবস্থা ঘটিয়াছে উহা দুর হয়। এবং আল্লাহতায়ালা আমাকে পুনরায় পুরাপুরিভাবে কাজ করার তওফিক ও সামর্থ্য দান করেন। আমীন।

তবে অসুস্থাবস্থায় আমি আরাম বা বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছি এইভাবে যে, কয়েকদিনের ডাক (চিঠি-পত্র) সহস্র সহস্র সংখ্যায় একত্রে আমার সামনে আসিত —(আমার রুমে আমি বসিয়া থাকিতাম তো—কিন্তু আমি খালি খালি বসিয়া থাকিতে পারি না) সুতরাং সেই সব ডাক দেখিয়া উত্তর লেখাইয়া দেই। গতকাল অথবা পরশু ডাক আর বকেয়া ছিল না। গতকলা হইতে দৈনন্দিনের ডাক আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু ইহা আমার আরাম বা বিশ্রামেরই অংশ বিশেষ। কেননা নিষ্কর্ম বসিয়া থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি অসুখ পড়িলেও এক দিন পরই বিছানায় শুইয়া উদাস হইয়া পড়ি।

দোওয়া করুন, এরূপ উদাসী যেন আমার না ঘটে। আমি যেন উৎফুল্লচিত্তে আপনাদের খেদমত ও সেবায় সদা নিয়োজিত থাকিতে পারি। এবং ইহাও দোওয়া করুন, আপনাদের মধ্যেও সর্বদা পুর্ণরূপে ও প্রবলভাবে এই চেতনা-বোধ যেন জাগরুক থাকে যে, আহমদীর জীবনের এক মূহুর্তও ব্যর্থ ও নষ্ট যাওয়া উচিত নয়। গৃহে আপনারা যে টুকুই সময় পান—যেমন কোন সময় এরূপ হয় যে আপনি নামাযের জন্য মহল্লার মসজিদে যাইবেন এবং আযানের পাঁচ মিনিট পূর্বে আপনি প্রস্তুত হইয়াছেন। আমার আন্দাজ এই যে, অনেকে মনে করেন যে, চল, পাঁচ মিনিটই তো, শুইয়া থাকিয়া অথবা ঘোরা-ফেরা করিয়া কাটাইয়া দেই। অথচ এক মিনিটও বিনা কাজে কাটানো উচিত নয়। আর কিছু না হইলেও খোদাতায়ালার যিকির (স্মরণ করিতে) শুরু করিয়া দিন! কুরআন করীম লইয়া কয়েকটি আয়াত পাঠ করিয়া লউন, অথবা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) লিখিত কুরআন করীমের তফসীর (তাঁহার সকল গ্রন্থই কুরআনের তফসীর) পড়িতে শুরু করুন। অবসর এক মূহুর্তও বসিবেন না। যদি সমগ্র জামাতের সকলের জীবন ভরপুর ও কর্মব্যস্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে ইহার ফল শ্রুতিতেও আল্লাহ্‌তায়ালার যে ফজল নাযেল হইবে উহা আজিকার বিপ্লবাত্মক অভিযানে, যাহা খোদাতায়ালার তৌহিদ প্রতিষ্ঠার এবং মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহব্বত মানবহৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইবার উদ্দেশ্যে জারী করা হইয়াছে—উহার উপর অত্যন্ত সুপ্রভাব বিস্তার লাভ করিতে পারে।

আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে ইহার তওফিক দিন, এবং আমার জন্যও দোওয়া করিতে থাকিবেন। আল্লাহ ফজল করুন। আমীন।

উক্ত খোৎবার পর যৎসামান্য বিরতির পর হুজুর 'খোৎবা-সানিয়া' পাঠ করেন। তারপর বন্ধুগণকে নামাযের জন্য সাঁড়ি দুরস্ত করার নির্দেশ দেন। সঠিকভাবে সকলে সাঁড়িবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলে হুজুর জুমার নামায পড়ান। নামাযান্তে নীরবে মসনুন দোওয়া সমূহ পাঠ করিয়া যথারীতি ১১ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অনুচ্চকণ্ঠে বেরেদ করেন। তারপর 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু' বলিয়া হুজুর তশরিফ লইয়া যান।

(আল-ফজল ১০ই এবং ২৩শে মে ১৯৮২ ইং)

অনুবাদ—মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

ভালবাসা সবার তরে
ঘৃণা নেইকো কারো 'পরে

'নব নির্বাচিত খলিফা'-এর অবশিষ্টাংশ

the pledge of baiat. After taking the baiat Hazrat Khalifatul Masih' led the Asr prayers, Allah may accept this election and put abundant blessings therein.

we thank our Lord, the Gracious, and Merciful God who changed for us again our condition of fear into peace.

O' our noble, and loving Lord, we pay our grattitudes to you that you have showered upan us your blessings. O' our Almighty and Life-giving and All-sustaining God, we hereby bear witness that you have once more fulfilled the prophecy of the Promised Messiah Alaihis Salam with shine and glory."

Mirza Golam Ahmad, Secretary Majlis Shoora, 4.46 Pm

Other verbal message : Rabwah says that Janaza prayers of Hazrat Khalifatul Masih III was to be oflered at 500 pm It is also instructed verbally that the communities should start sending their baiats.
Mansoor, Frankfurt Mosque
65715 bilq bjt

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর খেদমতে মোহতারম আমীর সাহেব, বাঃ আঃ আঃ-এর তার যোগে জামাতী আনুগত্য নিবেদন ঃ

HAZRAT MIRZA TAHER AHMED SAHEB
KHALIFATUL MASIH IV
RABWAH.

Alhamdulillah. Hundreds Mobarakbad on your elevation to masnad-e-khilafat. I on behalf of myself and the entire jamat of Bangladesh submit allegiance of unflinching ETAAT to Huzur Aqdas. Allah Almighty's shade be upon your blessed head always.

MUHAMMAD, Ameer
Bangladesh Jamat Ahmadiyya

নবনিযুক্ত খলিফা (আইঃ)-এর নিকট
বয়াত ও আনুগত্য নিবেদনের আহ্বান

জামাতের ছোট বড় সকল ভাই-বোনেরই ব্যক্তিগত ভাবে নূতন খলিফার কাছে বয়াত বা আনুগত্য গ্রহণের জন্য আপনাদের কাছে একটি "ফরম" পাঠানো হইয়াছে। দয়া করিয়া আপনার জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির আনুগত্যের দস্তখত লইয়া এই ফরম পুরণ করিয়া আমার কাছে দুই কপি পাঠাইয়া দিবেন। আমি সবগুলি একত্র করিয়া রাবওয়ায় পাঠাইয়া দিব।

আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকলের হাফেজ, নাসের ও হাদী হউন।

ওয়াসসালাম।

খাকসার

মোহাম্মদ

আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

খলিফার নিকট বয়াত গ্রহণের অপরিহার্য্যতা

দ্বীনে-ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পূর্ণতা সাধন মসীহে মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দ্বারা আখেরী যামানায় নির্ধারিত—ইহা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের মূলে সকলযুগের সকল বুজুর্গানে-দ্বীনের সর্ববাদিসম্মত অভিমত। উক্ত মহান কাজ দীর্ঘ সময় চায়; প্রকৃতির নিয়মে ব্যক্তিবিশেষের আয়ু সীমিত; সেইজন্য উক্ত উদ্দেশ্যের পূর্ণতার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে সমাগত হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর পরে খেলাফত প্রতিষ্ঠা জরুরী ছিল। সুতরাং ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ('পুনরায় নবুওতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবে')-পবিত্র হাদিস অনুযায়ী এবং আল-ওসিয়ত পুস্তকে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কতৃক ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী জামাত আহমদীয়ায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, এই খেলাফত বা কুদরতে সানীয়ার শৃঙ্খল কিয়ামতকাল ব্যাপী বিস্তৃত থাকিবে। সুতরাং তদনুযায়ী জামাতে আহমদীয়ায় খেলাফত প্রতিষ্ঠা আল্লাহতায়ালার কুদরত ও রহমতের এক চলমান ও চিরউজ্জল নিদর্শন।

আমরা আল্লাহতায়ালার দরবারে কৃতজ্ঞতাভরে সেজদাবনত যে তিনি সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাযিঃ)-এর আকস্মিক ইন্তেকালের পর পরেই তাঁহার 'দায়েমী ওয়াদা' অনুযায়ী জামাত আহমদীয়াকে প্রতিশ্রুত কুদরতে সানীয়া তথা খেলাফতের দ্বারা পুনরায় ভূষিত করিয়াছেন। 'আল-হামদুলিল্লাহ আলা যালেক।' এই স্বর্গীয় নেয়ামতের

প্রতি যথাযথ মর্যাদা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য খলিফা-এ-ওয়াক্তের পুরাপুরি এতায়াত করা জরুরী। এবং সেইজন্য তাঁহার নিকট বয়াত গ্রহণ করা ইসলামে জরুরী বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর বয়াত করিয়া পূর্ণ এতায়াত করতঃ সকল প্রকার কুরবানী করার তওফিক দিন। আমীন

নিম্নে খলিফার নিকট বয়াত গ্রহণের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে হযরত খলিফা আওয়াল (রাযিঃ)-এর দুইটি সারগর্ভ ও অকাট্য মন্তব্য উদ্ধৃত করা হইল :—

"কোন এক ব্যক্তি হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রাঃ)-এর নিকট লিখিয়াছিলেন যে, আপনার নিকট বয়াত করা কি অপরিহার্য ও ফরয ?.....ফরমাইয়াছেন যে "মূল বয়াতের জন্য যে বিধি, তাহাই উহার শাখার জন্য প্রযোজ্য। কেননা সাহাবারা (রাযিঃ) হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সমাহিত করিবার পূর্বে খলিফার হাতে বয়াত করা জরুরী ও অগ্রগণ্য মনে করিয়াছিলেন, এবং তাহা কার্যকরী করিয়াছিলেন।"

(বদর পত্রিকা—৩রা মার্চ, ১৯০৯ইং)

তিনি আরও বলিয়াছেন :

"কোন ব্যক্তি যেন ইহা মনে না করে যে, যেহেতু আমরা হযরত গোলাম আহমদ সাহেব আলায়হেসসালামকে ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ স্বরূপ মানি, সেইহেতু এখন আল্লামা নুরুদ্দীনের হাতে বয়াত করার প্রয়োজন কি ?...প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজের জন্য নিজেই দায়ী।... প্রত্যেকের বয়াতের জন্য পত্র লেখা উচিত, যাহাতে সে যেন সেই কল্যাণের ভাগী হইতে পারে, যাহা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখনিঃসৃত— يد الله على الجماعة (অর্থাৎ এক ইমামের হস্তে বয়াত করিয়া ঐক্যবদ্ধদলের উপর আল্লাহর হেফাজত, রহমত ও বরকতের হাত স্থাপিত রহিয়াছে—অনুবাদক) বাণীতে উল্লেখ রহিয়াছে।" (৯ই জুলাই, ১৯০৮ইং)

—মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

দোওয়ার আবেদন

জনাব মৌঃ মুহিবুল্লাহ সাহেব, প্রাক্তন সদর মুরুব্বী এবং জনাব ডঃ আবুল হুসেন সাহেব, প্রেসিডেন্ট পর্বতীপুর আঃ আঃ গুরুতর অসুস্থ আছেন। উভয় বুজুর্গের আশু আরোগালাভ এবং দীর্ঘায়ুর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট বিশেষভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

"যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে।"

[আমাদের শিক্ষা পৃঃ ২৭]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকীয়—

আমাদের প্রিয় ও মাহবুব ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস মির্যা নাসের আহমদ (রাযিঃ) সহসা আমাদের ছাড়িয়া আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়া তাঁহার সান্নিধ্যে চলিয়া গিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন। তিনি বিপুল পূর্বভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই ধরাধামে হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর ঔরষে ১৬ই নভেম্বর ১৯০৯ ইং জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে তালমুদে তাঁহার সম্বন্ধে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ ছিল, তেমনি তাঁহার সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এরও উজ্জল ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ ছিল। তেমনি সরওয়ারে-কায়েনাত, ফখরে-মওজুদা হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র বাণী—"পারশ্য বংশদ্ভূত এক বা একাধিক মহাপুরুষ সপ্তর্ষিমণ্ডলে চলিয়া যাওয়া ঈমানকে ধরাপৃষ্ঠে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন"—অনুযায়ী পারশ্য বংশদ্ভূত হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত পৌত্র হিসাবে তিনি উক্ত হাদিস বর্ণিত একাধিক মহাপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আল্লাহতায়ালার উজ্জল নির্দেশনাবলীর মধ্যে অন্যতম জ্বলন্ত নিদর্শন ছিলেন। তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ অনুযায়ী মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দ্বারা 'খেলাফত আলা মিনহাজেন-নবুওতে'র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুত চিরস্থায়ী শৃঙ্খলে কুদরতে-সানীয়া তথা উক্ত খেলাফতের তৃতীয় বিকাশস্থল রূপে তাঁহার ১৭ বৎসর কালীন বিপুল কৃতিত্বপূর্ণ খেলাফতের আলোকচ্ছটায় ইসলামের প্রচারও ও প্রসার এবং জগৎব্যাপী প্রধান্য বিস্তারের সুদূরপ্রসারী বাস্তব স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) যেমন তাঁহার ৫৬ বৎসর বয়সে ইমাম মাহদী হওয়ার ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন, তেমনি হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)-ও তাঁহার জীবনের ৫৬ বৎসর বয়সে ৮ই নভেম্বর ১৯৫৬ইং খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জামাতের আভ্যন্তরীণ গুণগত বিকাশ এবং বাহিরে ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিস্তারের মহান উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রজ্ঞা ও বরকতপূর্ণ তাহরীক ও পরিকল্পনা সমূহের দ্রুত বাস্তবায়নের ফলে ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যে ইসলামের আরও নূতন নূতন মিশন (প্রচার-কেন্দ্র), মসজিদ, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, তিনটি আরও ইউরোপিয়ান ও কয়েকটি আফ্রিকান ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা ও তফসীর ও বিপুল ইসলামী লিটারেচার প্রকাশ এবং বিপুল সংখ্যক মুবাল্লেগ তৈরীর অসাধারণ কার্যাবলী সাধিত হয়। স্পেনে ৭৫০ বৎসর পর প্রথম মসজিদ নির্মাণ তাঁহার দোওয়া ও দৃঢ় সংকল্প এবং দুর্বার সফল প্রচেষ্টার স্বাক্ষর বহণ করিতেছে। তাঁহারই মোবারক যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আজিমুশ-শান এলহাম 'বাদশাহগণ তোমার বস্ত্র হইতে বরকত ও আসিশ অন্বেষণ করিবে'—অনুযায়ী গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট তাঁহার দেশের স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম গভর্ণর জেনারেল হিসাবে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বস্ত্র হইতে হুজুর (রাঃ)-এর অনুমোদন ক্রমে বরকত লাভ করেন। (ক্রমশঃ)

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar